109

দৈনিক খবর

তারিখ 27 OCT 1989
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

'সঙ্গীত ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রেরণার উৎস'

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী বলেন, সংগীত আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রেরণার অন্যতম উৎস হিসেবে কাজ করেছে। সঙ্গীতের একটি প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্ব আছে। দেশের সাথে সংস্কৃতি চর্চার একটি ভূমিকা রয়েছে। সুস্থ সংস্কৃতি একটি দেশের হাতিয়ার। বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধারা কেমন যেন ভাসা ভাসা লাগছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী নিতাই রায় চৌধুরী সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের মাসিক

৭-এর পাতায় দেখুন

সঙ্গীত ছিল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাংস্কৃতিক ও নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণদান কালে এ কথা বলেন। সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আজাদ রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানের অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ আক্তারুজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস, অধ্যাপক ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, অধ্যাপক মৃন্ময় দাস গুপ্ত, ছাত্রদের মধ্যে মোঃ মনিরুল ইসলাম, আবুল খায়ের, শফিকুল ইসলাম বাহার ও নবীন ছাত্র মাকসুদুর

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের ব্যাপারে সরকারের আন্তরিকতা রয়েছে। তিনি অধ্যক্ষ আজাদ রহমানের প্রশংসা করে বলেন, সংস্কৃতির ও সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে আজাদ রহমানের সুনাম রয়েছে। তিনি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের সব ধরনের সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

সভাপতির ভাষণে অধ্যক্ষ আজাদ রহমান প্রতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরীর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, 'আপনিই সেই ব্যক্তি যিনি সংসদ অধিবেশনে এই প্রথম সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের সমস্যা তুলে ধরেন। তাই আপনার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।'

জনাব আজাদ রহমান কলেজের বর্তমান সমস্যা নিরসন ও শিক্ষকদের নিয়মিত করার আহবান জানিয়ে বলেন, শিক্ষকদের চাকরির নিশ্চয়তা দিন। এ প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত বিভাগের শিক্ষক মৃন্ময় দাস গুপ্তের সমস্যা তুলে ধরেন।

অধ্যক্ষ আজাদ রহমান বিভিন্ন সময়ে সরকারের দেয়া বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে বলেন, বারবার প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও এই সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের সমস্যা দূর হচ্ছে না তা, খুবই দুঃখজনক। তিনি শিক্ষকদের চাকরির নিশ্চয়তা চান। জনাব আজাদ রহমান আরো বলেন, গান শুনতে হলে একে স্বীকার করে নিতে হবে। শিক্ষকদের পাওনা দিতে হবে।

সব শেষে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ইন্দ্রমোহন রাজবংশীর কণ্ঠে একটি গান শুনতে চাইলে শিল্পী তাঁর গানের মাধ্যমে কলেজের করুণ অবস্থা বর্ণনা করেন।

সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানে যারা গান গেয়ে শুনান তারা হলেন– ফারহানা হোসেন, লুবনা ইয়াসমীন, শামসুন্নাহার, সেজুতি, সুবর্ণা দাস, শফিকুল ইসলাম সবুজ, সিনথিয়া রহমান, উর্মী, মনিরুল ইসলাম, নূপুর, রীতা, নীরু, নীলা, রুবেল, ইকবাল প্রমুখ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন অধ্যাপিকা শামীমা পারভীন।